পঞ্চম অধ্যায়
মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

[অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক গতিধারার আলোকে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও সংযত মুদ্রানীতি (Cautious monetary policy) অনুসৃত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন সন্তোষজনক পর্যায়ে থাকায় গত অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পেলেও জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্য সমন্বয়, মুদ্রার বিনিময় হারের ব্যাপক অবচিতি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধির কারণে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। ফলে ২০১১-১২ অর্থবছরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি দুই অংকে (১০.৬২ শতাংশ) পৌঁছে। মূল্যস্ফীতি প্রশমনে এসময়ে মুদ্রা সরবরারে প্রবৃদ্ধি হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদহার রেপো এবং রিভার্স রেপো দু'দফায় মোট ১০০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৭.৭৫ ও ৫.৭৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করে। সংযত মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে অর্থবছর শেষে (জুন ২০১২) ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায় ১৭.৩৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২১.৩৪ শতাংশ। এসময়ে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পায় ১৯.৭২ শতাংশ, জুন ২০১১ অর্থবছর শেষে ছিল ২৫.৮৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে এপ্রিল'১৩-এ মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৭.৯৩ শতাংশ, যা এপ্রিল'১২-তে ছিল ৯.৯৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৮.৬৮ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৯৩ শতাংশ। এসময়ে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৪.৮৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৮.৯৮ শতাংশ। মুদ্রা ও ঋণ সরবরাহ পরিস্থিতি মুদ্রানীতিতে গৃহীত লক্ষমাত্রায় থাকায় এবং উৎপাদনশীল খাত সমূহে ঋণের প্রবাহ আরো সজতর করার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৩-এ রিপো ও রিভার্স রিপোর সুদের হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে আনা হয়। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে পুঁজিবাজারের মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের সংশোধন (market correction) ঘটে। পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারিদের আস্থা ফিরিয়ে এনে স্থিতিশীল ও যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।]

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক অর্থনীতির চলমান গতিধারায় অর্থবছর ২০১২-১৩-এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে। মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতি ও লেনদেন ভারসাম্যে চাপ মোকাবেলার জন্য অর্থবছর ২০১২-১৩ এ পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় সংযত ও সতর্ক ভাবধারা অব্যাহত রাখা হয়। পাশাপাশি গড় মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মন্দাজনিত চাহিদা দুবর্লতার ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে অর্থ বছরের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্যাপ্ত মুদ্রা সরবরাহে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সুদ হার (রেপো ও রিভার্স রেপো) ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে আনা হয়। উল্লেখ্য, ২০১১-১২ অর্থবছরে নীতি সুদ হার দু' দফায় মোট ১০০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করা হয়েছিল। মুদ্রানীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আর্থিক খাত প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহীত বিবিধমুখী ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ঋণশ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা কঠোরতর করে বিশ্বমানের সংগে সংগতি আনা; অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ ও পুনর্বিন্যাস, ঋণপত্র স্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ বিল ক্রয়ে অনলাইন সুপারভাইজরি রিপোর্টিং আবশ্যকতা, জালিয়াতি ও প্রতারণামূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে প্রধান নির্বাহী ও পর্ষদের অডিট কমিটি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্বমূল্যায়ন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ও অন্যান্য বিবরণীর যথার্থতা, পর্যাপ্ততা, স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তীতার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নজরদারি জোরদার করেছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (Money and Credit Situation)

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা (Trends in Monetary Aggregates)

২০১২-১৩ অর্থবছরে জানুয়ারি মাসে বছরভিত্তিতে (year-on-year) সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money-M_1), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money-M2), এবং রিজার্ভ মুদ্রার (Reserve Money-RM) প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময়ে

জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ও তলবি আমানত উভয়ই বৃদ্ধির কারণে সংকীর্ণ মুদ্রার এ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এছাড়াও মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধির ফলেও সার্বিকভাবে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয়েছে। অন্যদিকে, নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও নীট বৈদেশিক সম্পদ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো:

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	জানুয়ারি ১২	জানুয়ারি ১৩
সংকীর্ণ মুদ্রা	২০.৪৭	১৭.৬২	১৮.২৩	১১.৯৯	৩২.৪৬	১৭.১৮	৬.৪২	-১.৫০	৯.১৫
ব্যাপক মুদ্রা	১৯.৩০	১৭.০৬	১৭.৬৩	১৯.১৭	২২.৪৪	২১.৩৪	১৭.৩৯	১৩.৯৩	১৮.৮০
রিজার্ভ মুদ্রা	২৭.১২	১৭.৯০	১৯.৭৮	৩১.৪৫	১৬.০৩	২১.০৩	৮.৯৯	৮.০২	১৭.০২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

সংকীর্ণ মুদ্রা ২০১১-১২ অর্থবছর শেষে ৬.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী ২০১০-১১ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৭.১৮ শতাংশ। বছরভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি মাস শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.১৫ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে সংকীর্ণ মুদ্রা ১.৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল । ২০১২-১৩ অর্থবছরের জানুয়ারি মাস শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৩.০১ শতাংশ ও তলবি আমানত ৪.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় । পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১১.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু তলবি আমানত ১৩.৯৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

ব্যাপক মুদ্রা (এম২)

ব্যাপক মুদ্রার (এম২) স্থিতি জুন ২০১২ শেষে ৫,১৭,১০৯.৫০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১১ শেষে ৪৪,০৫২০.০ কোটি টাকা ছিল। বছর ভিত্তিতে ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি ২০১৩ শেষে) ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৬২,৭৭৭.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৯৩ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রার উপাদান-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা) জানুয়ারি ২০১৩ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা জানুয়ারি ২০১২ শেষে ১১.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময়ের ব্যবধানে তলবি আমানত ৪.৩৮ শতাংশ এবং মেয়াদি আমানত ২১.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; জানুয়ারি ২০১২ শেষে যা ১৯.২২ শতাংশ ছিল বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সারণি- ৫.২-এ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উপাদান ও এর পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০০৯	জুন, ২০১০	জুন, ২০১১	জুন, ২০১২	জানুয়ারি ১২	জানুয়ারি ১৩
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪৭,৪৫৯.৪	৬৭,০৭৩.৭	৭০,৬২০.০	৭৮,৮৬০.৩	৬৯,৬৯৬.০	১,০০,২৬৮.৬
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২,৪৯,০৪০.৬	২,৯৫,৯৫৭.৪	৩,৬৯,৯০০.০	৪,৩৮,২৪৯.২	৪,০৪,০০৭.৭	৪,৬২,৫০৮.৮
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১/]	২,৮৮,৫৫২.৪	৩,৪০,২১৩.৬	৪,৩৩,৫২৫.৯	৫,১৮,২০৬.৭	৪,৮১,৭৯৭.৬	৫,৫০,৫৬৯.৩
ক-১) সরকারি খাত (নীট)	৫৮,১৮৫.২	৫৪,৩৯২.৩	৭৩,৪৩৬.১	৯১,৮৯৯.২	৮৯,০১৯	৯৮,২৮৮.৯
ক-২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১২,৪৩৯.৭	১৫,০৬০.৭	১৯,৩৭৭.১	১৮,৪০৫.৯	১৭,৯২৩	২১,৮৫১.১
ক-৩) বেসরকারি খাত	২,১৭,৯২৭.৫	২,৭০,৭৬০.৬	৩,৪০,৭১২.৭	৪,০৭,৯০১.৬	৩,৭৪,৮৫৫.৬	৪,৩০,৪২৯.৩
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৯,৫১১.৮	-৪৪,২৫৬.২	-৬৩,৬২৫.৯	-৭৯,৯৫৭.৫	-৭৭,৭৮৯.৯	-৮৮,০৬০.৫

সূচক	জুন, ২০০৯	জুন, ২০১০	জুন, ২০১১	জুন, ২০১২	জানুয়ারি ১২	জানুয়ারি ১৩
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা	৬৬,৪২৭.০	৮৭,৯৮৮.৩	১,০৩,১০১.১	১,০৯,৭২১.৪	১,০৪,৫৬৫.৯	১,১৪,১৩৮.৬
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৩৬,০৪৯.২	৪৬,১৫৭.১	৫৪,৭৯৫.১	৫৮,৪১৭.১	৫৭,৮৮৩.৪	৬৫,৪১৩.০
খ) তলবি আমানত[২/]	৩০,৩৭৭.৮	৪১,৮৩১.২	৪৮,৩০৬.০	৫১,৩০৪.৩	৪৬,৬৮২.৫	৪৮,৭২৫.৬
৪. মেয়াদি আমানত	২,৩০,০৭৩.০	২,৭৫,০৪২.৮	৩,৩৭,৪১৮.৯	৪,০৭,৩৮৮.১	৩,৬৯,১৩৭.৮	৪,৪৮,৬৩৮.৮
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	২,৯৬,৫০০.০	৩,৬৩,০৩১.১	৪,৪০,৫২০.০	৫,১৭,১০৯.৫	৪,৭৩,৭০৩.৭	৫,৬২,৭৭৭.৪
মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৭.১৮	৪১.৩৩	৫.২৯	১১.৬৭	৩.০০	৪৩.৮৭
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৭.৭৬	১৮.৮৪	২৪.৯৮	১৮.৪৮	১৬.০৫	১৪.৪৮
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৬.০৩	১৭.৯০	২৭.৪৩	১৯.৫৩	২৩.৫৯	১৪.২৭
ক-১) সরকারি খাত (নীট)	২৪.০৪	-৬.৫২	৩৫.০১	২৫.১৪	৬২.৪১	১০.৪১
ক-২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৬.৯৪	২১.০৭	২৮.৬৬	-৫.০১	-৯.৭৮	২১.৯২
ক-৩) বেসরকারি খাত	১৪.৬২	২৪.২৪	২৫.৮৪	১৯.৭২	১৮.৯৪	১৪.৮৩
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৬.২১	১২.০১	৪৩.৭৭	২৫.৬৭	৮৬.৪৫	১৩.২০
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা	১১.৯৯	৩২.৪৬	১৭.১৮	৬.৪২	-১.৫০	৯.১৫
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১০.২৮	২৮.০৪	১৮.৭১	৬.৬১	১১.৪৯	১৩.০১
খ) তলবি আমানত	১৪.১০	৩৭.৭০	১৫.৪৮	৬.২১	-১৩.৯৪	৪.৩৮
৪. মেয়াদি আমানত	২১.৪২	১৯.৫৫	২২.৬৮	২০.৭৪	১৯.২২	২১.৫৪
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১৯.১৭	২২.৪৪	২১.৩৪	১৭.৩৯	১৩.৯৩	১৮.৮০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

বি. দ্র.: ১/ পুঞ্জিভুত সুদ অন্তর্ভূক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভূক্ত।

লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন উপস্থাপন করা হলো।

লেখচিত্র ঃ ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা
(বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

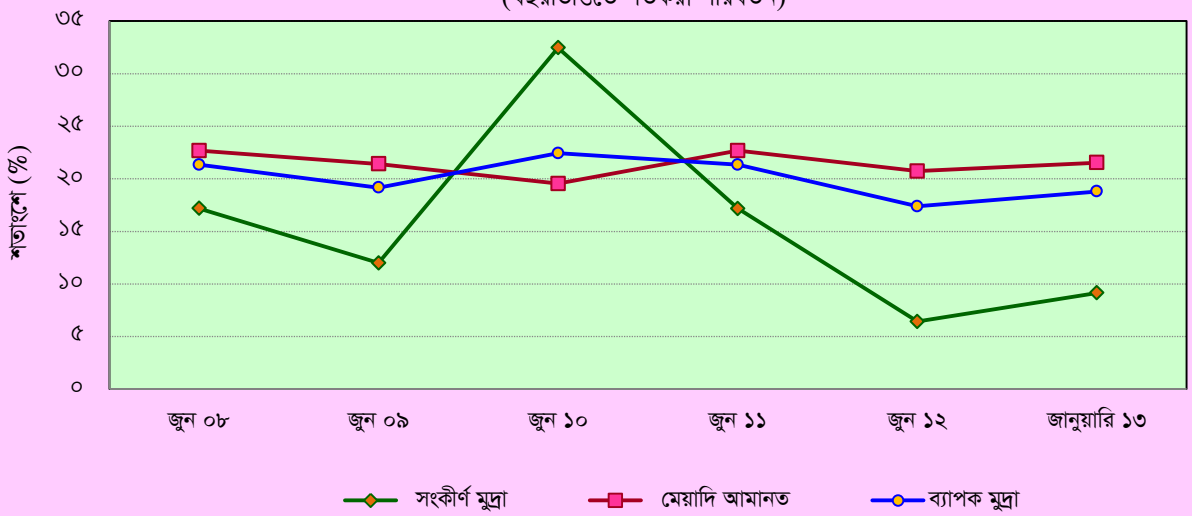

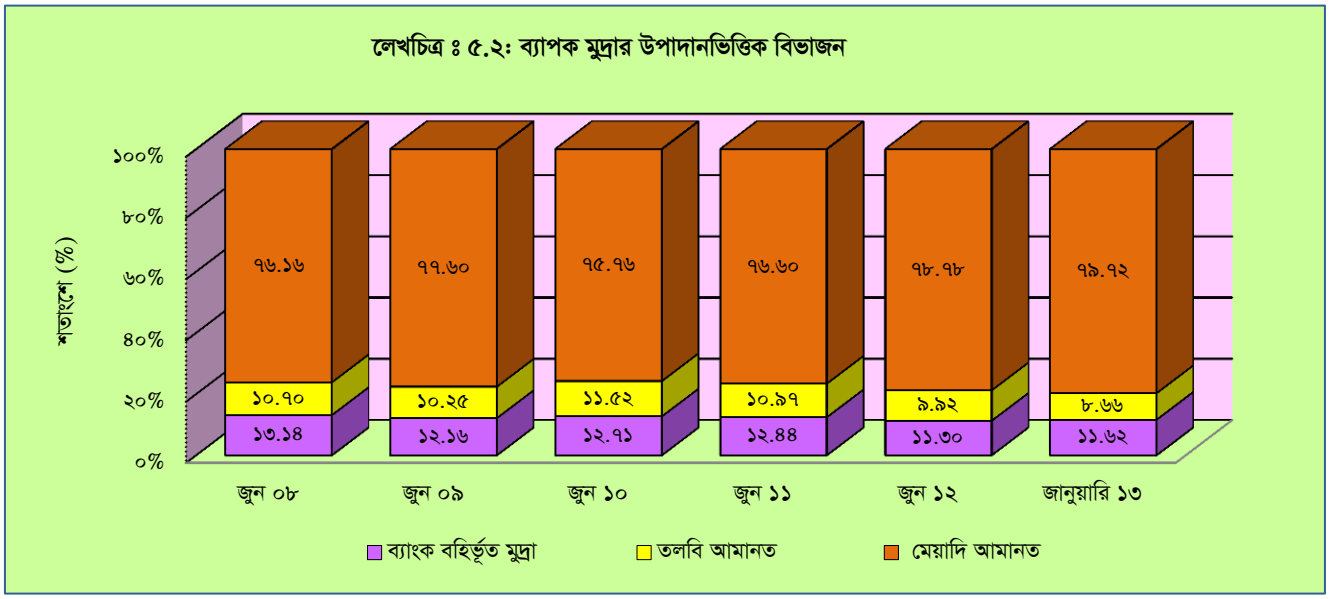

অভ্যন্তরীণ ঋণ

বার্ষিকভিত্তিতে ২০১১-১২ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯.৫৩ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২৭.৪৩ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জানুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৪.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২৩.৫৯ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জানুয়ারি মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৪.৮৩ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৮.৯৪ শতাংশ। তবে এসময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় মাত্র ১০.৪১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৬২.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১২-১৩ সরকারি খাতের ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ১৭.৮৫ শতাংশ ।

রিজার্ভ মুদ্রা

রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি অর্থবছর ২০১১-২০১২ শেষে ৯৭৮০২.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ২০১০-১১ শেষে ৮৯৭৩৪.৪০ কোটি টাকা ছিল। বার্ষিকভিত্তিতে জুন ২০১২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার বৃদ্ধি ছিল ৮.৯৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২১.০৩ শতাংশ। অর্থবছর ২০১১-১২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১২.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা অর্থবছর ২০১০-১১ শেষে মাত্র ০.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি, আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি না পাওয়ায় নীট বৈদেশিক সম্পদের এ প্রবৃদ্ধি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদান

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন ২০০৯	জুন ২০১০	জুন ২০১১	জুন ২০১২	জানুয়ারি ১২	জানুয়ারি ১৩
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৩৯৪৪৮.৭	৫০৪৬৫.৪	৬০৫২৬.৯	৬৪৮৯৬.৫	৬৩৬৯২.২	৭১৯৩০.০
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২৯৮০০.২	২৩৪৬৮.০	২৯০০৭.৭	৩২৬৬২.৩	২৬৮৪৩.৪	৩৪০১৩.৩
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১৪১.২	২০৯.৪	১৯৯.৮	২৪৩.৯	২৫৭.৩	৩০০.৪

৪. রিজার্ভ মুদ্রা [(১)+(২)+(৩)]	৬৯৩৯০.১	৭৪১৪২.৮	৮৯৭৩৪.৪	৯৭৮০২.৭	৯০৭৯২.৯	১০৬২৪৩.৭
মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	১০.৬৬	২৭.৯৩	১৯.৯৪	৭.২২	-১.৮৬	১২.৯৩
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৭৪.৯৪	-২১.২৫	২৩.৬১	১২.৬০	-১৭.৮২	২৬.৭১
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৩২.০৯	৪৮.৩০	-৪.৫৮	২২.০৭	৫.৪৯	১৬.৭৫
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	৩১.৪৫	৬.৮৫	২১.০৩	৮.৯৯	-৭.১৭	১৭.০২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	জুন ২০০৯	জুন ২০১০	জুন ২০১১	জুন ২০১২	জানুয়ারি ১২	জানুয়ারি ১৩
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪৩২৪৪.৯	৬১২০৪.৯	৬১৩৮৮.৭	৬৮৯৭১.৭	৬১৭৩৯.৭	৯০৮০৭.৬
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২৬১৪৫.২	১২৯৩৭.৯	২৮৩৪৫.৭	২৮৮৩১.০	২৯০৫৩.২	১৫৪৩৬.১
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	৩৮৬৩২.৪	৩২২৯২.৫	৫৪৫৩৯.৯	৬৫২৯৭.৪	৬০৫৭১.৬	৫৩২৭১.৪
ক.১. সরকারের নিকট	২৮৯৫৫.৫	২২৩২০.৬	৩২০৪৯.৭	৩৮০৪৪.০	৩৮৪৫৮.০	৩৩৩৫৯.৩
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	৮০৮.১	৮৩০.৭	৭৩৭.৭	১০২৭.৩	৬৮৪.০	১০৭৫.৭
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	৬৮৪৬.৭	৬৬১৩.৯	১৮৬০৮.৮	২২৬২৭.৪	১৮২২৪.১	১৪৯৮৫.৯
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	২০২২.১	২৫২৭.৩	৩১৪৩.৭	৩৫৯৮.৭	৩২০৫.৫	৩৮৫০.৫
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১২৪৮৭.২	-১৯৩৫৪.৬	-২৬১৯৪.২	-৩৬৪৬৬.৪	-৩১৫১৮.৪	-৩৭৮৩৫.৩
৩. রিজার্ভ মুদ্রা [(১)+(২)]	৬৯৩৯০.১	৭৪১৪২.৮	৮৯৭৩৪.৪	৯৭৮০২.৭	৯০৭৯২.৯	১০৬২৪৩.৭
মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩১.৭০	৪১.৫৩	০.৩০	১২.৩৫	২.৩০	৪৭.০৮
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৩১.০৩	-৫০.৫২	১১৯.০৯	১.৭১	২২.৫৯	-৪৬.৮৭
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	৭.৫৩	-১৬.৪১	৬৮.৮৯	১৯.৭২	৬৫.৯৫	-১২.০৫
ক.১. সরকারের নিকট	১১.৩৮	-২২.৯১	৪৩.৫৯	১৮.৭০	৮৮.৮০	-১৩.২৬
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	-১০.১০	২.৮০	-১১.২০	৩৯.২৬	-৪০.৩৮	৫৭.২৭
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	-৬.৬৫	-৩.৪০	১৮১.৩৬	২১.৬০	৫১.৪৩	-১৭.৭৭
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	১৯.১৭	২৪.৯৮	২৪.৩৯	১৪.৪৭	৮.৭৪	২০.১২
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	২১.৮৩	৫৫.০০	৩৫.৩৪	৩৯.২২	১৪৬.২৪	২০.০৪
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	৩১.৪৫	৬.৮৫	২১.০৩	৮.৯৯	৮.০২	১৭.০২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ১৮.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা অর্থবছর ২০১০-১১ শেষে ৪৩.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ২১.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা অর্থবছর ২০১০-১১ শেষে ১৮১.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জানুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রা ১৭.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাস শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৮.০২ শতাংশ। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ৪৭.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তবে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৪৬.৮৭ শতাংশ হ্রাস পায়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জানুয়ারি মাস শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ১৩.২৬ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৮৮.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ১৭.৭৭ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৫১.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৫৭.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৪০.৩৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

২০১১-১২ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রার তুলনায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রা গুণক জুন ২০১১ শেষের ৪.৯০৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১২ শেষে ৫.২৮৭ এ দাঁড়ায়। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি হওয়ায় জুন ২০১২ এর তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৩ শেষে মুদ্রা গুণক ৫.৩৫৩ এ দাঁড়ায়। মার্চ ২০১৩ শেষে

রিজার্ভ/আমানত অনুপাত জুন ২০১২ শেষের ০.০৮৬ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৩ শেষে ০.০৮২ এবং মুদ্রা/আমানত অনুপাত ০.১২৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.১২৯ এ দাঁড়ায়।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি ২০১০-১১ অর্থবছর শেষের ১.৮১ থেকে ২.২১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছর শেষে ১.৭৭-এ দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৫.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বিগত কয়েক বছর ধরে মুদ্রার আয় গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছর শেষে মুদ্রার আয় গতি হ্রাস পায় ২.০৩ শতাংশ। ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে মুদ্রার আয় গতি হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৫.৪৮, ৭.৭৩, ৫.২৪ এবং ২.২১ শতাংশ। বিগত কয়েক বছর ধরে মুদ্রার আয় গতির ক্রমহ্রাসমান ধারা অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রায়ন (Monetisation) নির্দেশ করে। লেখচিত্র ৫.৩-এ ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো

লেখচিত্র ৫.৩ঃ জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা

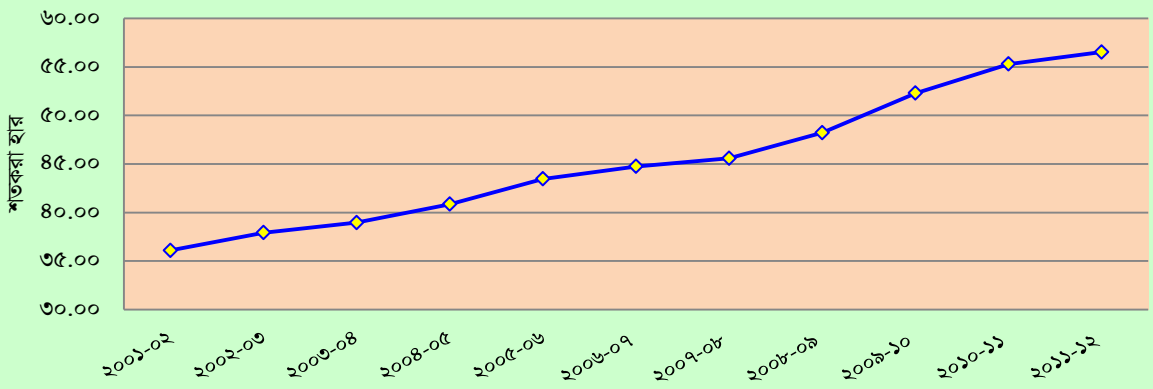

সুদের হার যৌক্তিকীকরণ

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদের হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন সময় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ব্যাংকসমূহ আমানত ও ঋণের সুদ/মুনাফা হার প্রতি মাসে শুধু একবার পরিবর্তন করবে এবং পরিবর্তিত এ সুদ হার তাৎক্ষণিকভাবে তাদের স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে। উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড ঋণ সমেত) ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণের সুদ হার এবং আমানত সংগ্রহের গড়ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা Intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) পর্যায়ে সীমিত রাখারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, Consumer Financing এর আওতায় নতুন ঋণ যোগানে House finance খাতে ঋণ-মার্জিন অনুপাত ৭০:৩০ এবং মোটর কার লোনসহ অন্য সব ধরনের Consumer Financing এ ঋণ-মার্জিন অনুপাত ৩০:৭০ অনুসরণ করার জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার মিশ্র গতি পরিলক্ষিত হয়। ঋণের ভারিত গড় সুদের হার জুন ২০১১ শেষে ১২.৪২ শতাংশ ছিল, যা জুন ২০১২ শেষে ১৩.৭৫ শতাংশে পৌঁছেছিল। তবে জানুয়ারি ২০১৩ শেষে তা সমান্য হ্রাস পেয়ে ১৩.৭৩ শতাংশে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, আমানতের সুদ হার জুন ২০১১ শেষে ৭.২৭ শতাংশ ছিল যা জুন ২০১২ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.১৫ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে,

আমানতের সুদ হার জানুয়ারি ২০১৩ শেষে আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৬০ শতাংশে দাঁড়ায়। ফলে, জুন ২০১১ শেষের সুদের হারের ব্যপ্তি (Spread) ৫.১৫ শতাংশ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১২ শেষে ৫.৬০ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে, আমানতের সুদ হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধির ফলে সুদের হারের ব্যাপ্তি জুন ২০১২ শেষের ৫.৬০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শেষে ৫.০৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে দাঁড়ায়। জুন ২০১১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ভারিত গড় ঋণের সুদ হার, ভারিত গড় আমানত সুদ হার এবং সুদের হারের ব্যাপ্তি লেখচিত্র- ৫.৪-এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ঃ ৫.৪: ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা

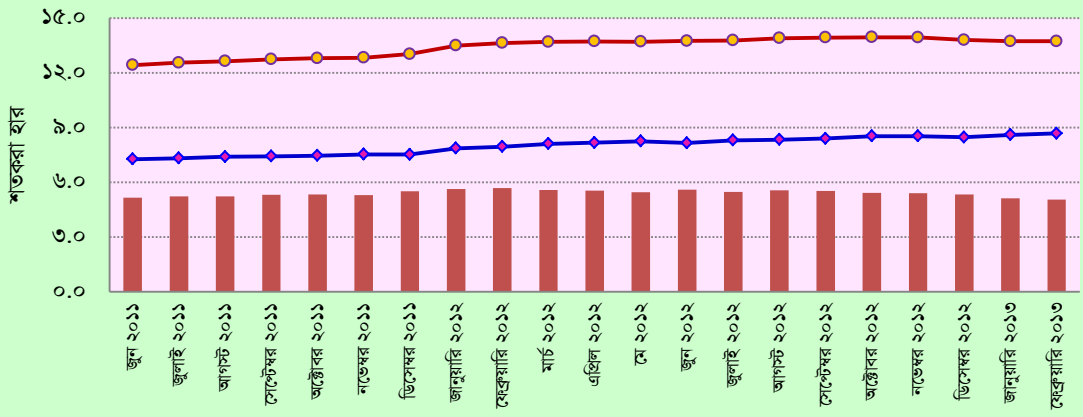

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলতঃ ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে ৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (State-owned Commercial Banks-SCBs), ৩০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৯ টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০৪টি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩১টি ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)।

ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে চার ধরনের (সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক) তফসিলি ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৪৭ টি তফসিলি ব্যাংক ৮৩২২টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এসব ব্যাংকের মধ্যে সরকারি মালিকানাধীন ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩০টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৯টি বিদেশী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৪টি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত আছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৪৭৮টি, স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখা ৩৩৩৯টি, বিদেশী ব্যাংকের শাখা ৬৫টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১৪৪০টি। এছাড়াও, তফসিলভুক্ত নয় এমন ১টি জাতীয় সমবায় ব্যাংক, ১টি আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ১টি কর্মসংস্থান ব্যাংক, ১টি গ্রামীণ ব্যাংক, ১টি জুবিলী ব্যাংক ও ১টি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি

ব্যাংকের ৪৭৬০টি শাখা গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। ডিসেম্বর, ২০১৩ শেষে ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো এবং মোট আমানত ও সম্পদের শতকরা অংশ যথাক্রমে সারণি- ৫.৫ ও লেখচিত্র ৫.৪ -এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণি: ৫.৫: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামো

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানতের শতকরা অংশ
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৪	৩,৪৭৮	২৬.০৬	২৫.৫৪
বিশেষায়িত	৪	১,৪৪০	৫.৪৮	৪.৮৩
বেসরকারি	৩০	৩,৩৩৯	৬২.১৮	৬৩.৫৭
বিদেশি	৯	৬৫	৬.২৮	৬.০৬
মোট	৪৭	৮,৩২২	১০০	১০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

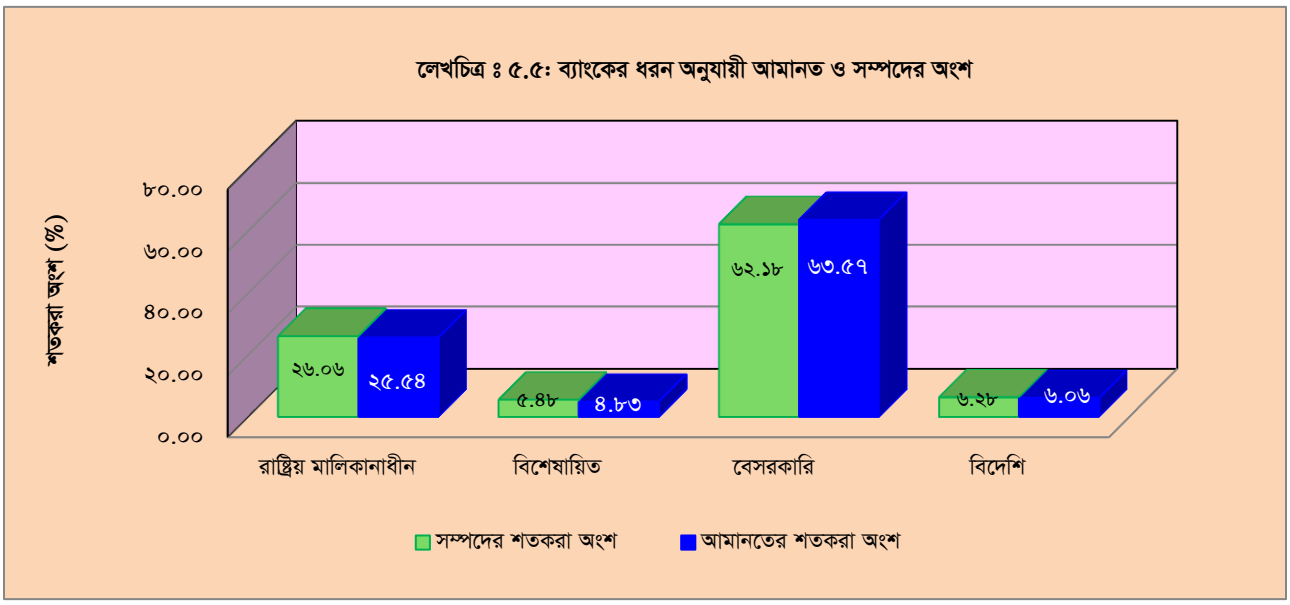

সারণি ৫.৬: ব্যাংক শাখার বিস্তার

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			শাখার সংখ্যা (শতাংশে)		
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৪	১,২৫৩	২,২২৫	৩,৪৭৮	৩৬.০৩	৬৩.৯৭	১০০
বিশেষায়িত	৪	১৭৫	১,২৬৫	১,৪৪০	১২.১৫	৮৭.৮৫	১০০
বেসরকারি	৩০	২,০৬৯	১,২৭০	৩,৩৩৯	৬১.৯৬	৩৮.০৪	১০০
বিদেশি	৯	৬৫	০	৬৫	১০০.০০	০.০০	১০০
মোট	৪৭	৩,৫৬২	৪,৭৬০	৮,৩২২	৪২.৮০	৫৭.২০	১০০

(ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত)

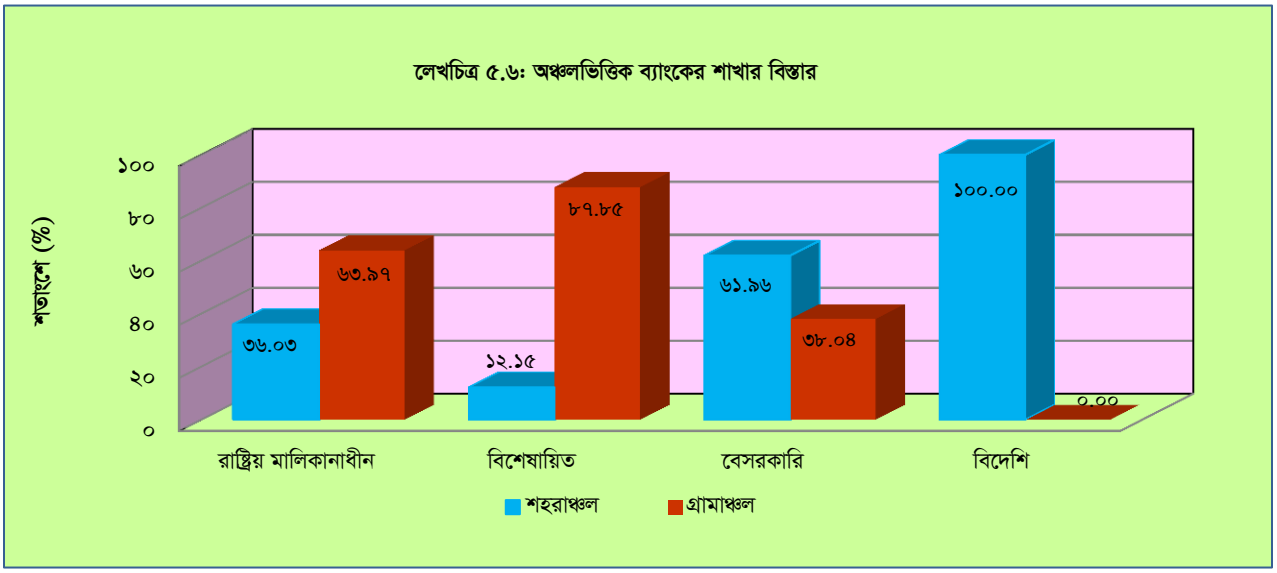

আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকসমূহের মূলধন ভিত্তিকে অধিকতর ঝুঁকি সহনশীল ও সুসংহতকরণ এর লক্ষ্যে ব্যাসেল-২ নীতিমালার আলোকে জানুয়ারি ০১, ২০১০ তারিখ হতে বাংলাদেশে পরিচালিত ব্যাংকসমূহ ব্যাসেল-২ regime এ প্রবেশ করেছে। মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স ("Guidelines on Risk Based Capital Adequacy -RBCA") এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ঋণ ঝুঁকি (Credit Risk), বাজার ঝুঁকি (Market Risk) ও পরিচালন (Operational) ঝুঁকির বিপরীতে ন্যূনতম রেগুলেটরী মূলধন সংরক্ষণ করছে। উল্লেখিত তিনটি ঝুঁকি ছাড়াও ব্যাংকসমূহ তাদের সুপারভাইজরী রিভিউ প্রসেস এর আওতায় সামগ্রিক ঝুঁকির বিপরীতে পর্যাপ্ত মূলধন নিরূপণ করবে। ন্যূনতম মূলধনের আওতাভূক্ত ঝুঁকিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য ঝুঁকি যেমন: Residual Risk, Evaluation of core Risk Management, Credit Concentration Risk, Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB), Liquidity Risk, Reputation Risk, Settlement Risk, Strategic Risk এবং Environmental & Climate Change Risk সহ অন্যান্য সকল বস্তুগত ঝুঁকির বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করবে। ব্যাংকিং খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাসেল-২ এর আওতায় ন্যূনতম রেগুলেটরী মূলধন সংরক্ষণ ও সুপারভাইজরী রিভিউ প্রসেস-এর পাশাপাশি বাজার শৃঙ্খলার অধীনে ব্যাংকগুলো মূলধন পর্যাপ্ততার বিভিন্ন বিষয়ের উপর Public Disclosure Framework অনুসরণ করছে। তাছাড়া, তফসিলি ব্যাংকগুলোর জন্য নির্ধারিত মূলধন পর্যাপ্ততার হার ১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত ন্যূনতম ৮ শতাংশ, ১ জুলাই ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১১ তারিখ পর্যন্ত ন্যূনতম ৯ শতাংশ এবং জুলাই ২০১১ হতে ব্যাংকগুলোর জন্য বর্তমান ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার হার তাদের মোট ঝুঁকিভারিত সম্পদের ১০ শতাংশ। ব্যাসেল-২ অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংকগুলোর ডিসেম্বর ২০১২ শেষে মূলধন পর্যাপ্ততার হার দাঁড়ায় ১০.৪৬ শতাংশ, যা ডিসেম্বর ২০১১ শেষে মূলধন পর্যাপ্ততার হারের (১১.৩৫ শতাংশ) তুলনায় কম।

ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Non-bank Financial Institutions) দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, পরিবহন ও তথ্য প্রযুক্তি প্রভৃতি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পুঁজিবাজারেও বিনিয়োগ করে থাকে। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত দেশে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হচ্ছে ৩১টি যার মধ্যে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড এখনও কার্যক্রম শুরু করেনি। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের মোট ১৬৯টি শাখা

ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৭১৮.৯৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে পরিশোধিত মূলধন হচ্ছে ৩২৭৮.৭৮ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট সম্পদ ও আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩২,৬৯৬.৫৩ কোটি টাকা ও ১৪,৫২২.৪২ কোটি টাকা। ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত শেয়ার ও সিকিউরিটিজে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৫৯৪.৫৮ কোটি টাকা। ঋণ পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি আদায় জোরদারকরণের মাধ্যমে ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকের ন্যায় ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও ঋণ শ্রেণীকরণ এবং প্রভিশনিং এর নিয়ম চালু রয়েছে। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট ঋণ ও লীজের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫১৫৩.৪১ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণ ও লীজের পরিমাণ ১৩৭১.৬৮ কোটি টাকা এবং শ্রেণীকৃত ঋণ ও লীজের হার মোট বকেয়ার শতকরা ৫.৪৫ শতাংশ।

সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ব্যাংকের ন্যায় ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও Revised Guidelines on Stress Testing for NBFIs' বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ঋণ, সম্পদ-দায়, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপত্তা-এ চারটি মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো গাইডলাইনের নির্দেশনাকে ন্যূনতম মানদন্ড বিবেচনায় নিজস্ব গাইডলাইন প্রণয়ন করে পরিপালন করছে। তাছাড়া, ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্যাংক গঠনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবিধ বিবরণী অনলাইনে প্রেরণের উদ্দেশ্য Rationalized Input Template (RIT) ব্যবহার করে ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য/বিবরণী দাখিল করার বিষয়ে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ সহায়তা ও মনিটর করা হচ্ছে।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

আইনগত সংস্কার

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিস্পত্তির স্বার্থে 'অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩' কার্যকর করার পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের গঠিত খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত এ আইনে ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই বিক্রয়ে ব্যাংকগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত অর্থঋণ আদালতে মামলা হয়েছে ১,১৮,০৮২ টি এবং দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ৪৪,২৫৯.৩৫ কোটি টাকা। তন্মধ্যে মীমাংসাকৃত মামলা ৮৬,৬৮০টি এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৮,৩৬৫.১৮ কোটি টাকা ।

ব্যাংকিং খাতের সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতের সুষ্ঠু পরিচালনা ও তত্ত্বধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি আধুনিক ও গতিশীল কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে গড়ে তোলা। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১। আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ;

২। আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠন (কার্যক্রম পুনঃবিন্যাস, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী (বিবিটিএ) আধুনিকায়ন, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিস লে-আউট আধুনিকায়ন, ভিডিও কনফারেন্সিং ও ডিজিটাল ওয়্যারলেস কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন, অটোমেশন, এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন); এবং

৩। সক্ষমতা গঠনঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও এর বিভিন্ন উপাদানের লক্ষ্য অর্জনকল্পে আইনী পরামর্শক, নেট-ওয়ার্ক বিশেষজ্ঞ আইটি প্রোগ্রাম ম্যানেজারের প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় দেশি এবং বিদেশি উপদেষ্টা নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে (মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত) অর্জিত কতিপয় অগ্রগতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

- দেশের ব্যাংকিং খাতের আইনী কাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকিং এবং আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইনসমূহ (বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ব্যাংক কোম্পানী আইন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন) পর্যালোচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, পর্যালোচনা শেষে সংসদীয় কমিটি ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ অনুমোদন করেছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক মিশন ও ভিশনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিটি বিভাগের Departmental Objective & Key performance Indicators নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ অবলুপ্ত এবং একত্রীকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পূনঃবিন্যাস করা হয়েছে। পাশাপাশি কিছু বিভাগের কাজের ক্ষেত্রেও পূনঃবিন্যাস করা হয়েছে। এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং এবং ব্যাংকিং এপ্লিকেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিভাগের প্রমিত কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া (Standard Operating Procedures) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- অটোমেশন সিস্টেম এবং LAN/WAN স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে অটোমেশন উপযোগী প্রয়োজনীয় অফিস লে-আউট আধুনিকায়নের লক্ষ্যে যথাযথ অফিস লে-আউট স্থাপনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ কর্ম পরিবেশ উন্নতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নির্ভুল ও দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ঋণ অর্থাৎ ট্রেজারি বিল/বন্ডের মাধ্যমে গৃহীত ঋণ ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। ট্রেজারি বিল/বন্ড বিক্রয়, পুনঃক্রয়, সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয় বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারি পরিশোধের কার্যক্রমকে BEFTN-এর আওতায় আনা হয়েছে। এতে করে সরকারি পরিশোধে সময় ও আর্থিক সাশ্রয় হবে এবং আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।
- অত্যাধুনিক ডেটাওয়্যারহাউজ সফটওয়্যার ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি ও মুদ্রাব্যবস্থাপনা, ব্যাংক সুপারভিশন নীতি নির্ধারণ প্রভৃতি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।
- বাংলাদশের পেমেন্ট সিস্টেমকে আরো দক্ষ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতির আলোকে ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টের জন্য একটি কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে যা দেশে ই-কমার্স বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিভিন্ন পেমেন্ট চ্যানেলের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্ভব হবে। তাছাড়া এ স্যুইচ বাস্তবায়নের ফলে সকল প্রকার ক্রেডিট কার্ডের দেশীয় লেনদেন দেশেই নিষ্পত্তি হবে। এর জন্য কোন বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের প্রয়োজন হবেনা। ২৭ ডিসেম্বর, ২০১২ ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এতে চারটি ব্যাংক যুক্ত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ব্যাংকসমূহ এতে যুক্ত হবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মানব সম্পদকে অধিকতর কার্যকর ও দক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ইতোমধ্যে একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আধুনিক পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (PMS), রিওয়ার্ড রিকগনিশন পলিসি, ট্রেনিং নীড অ্যানালাইসিস প্রভৃতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে (সোনালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ) পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ ২০১২ সালেও সমঝোতা স্মারকের (MOU) আওতায় তদারকির কাজ অব্যাহত আছে। এ বছরের

সমঝোতা স্মারকে নীট ঋণ প্রবৃদ্ধির সীমা লংঘনের ক্ষেত্রে আর্থিক দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, আমানত অপেক্ষা ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাসকরণ, ব্যাংকের শাখাসমূহে অটোমেশন, শ্রেণীকৃত ঋণ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১০ শতাংশ হ্রাসকরণ, নিয়মিত Stress Testing সম্পাদন, কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স-এর যথাযথ বাস্তবায়ন ইত্যাদি সমঝোতা স্মারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরের জন্য সমঝোতা স্মারকের (MOU) আওতায় পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা অব্যাহত আছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার, আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে (জুলাই-জানুয়ারি সময়ে) গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মূলধন ভিত্তিকে সুসংহতকরণের লক্ষ্যে ব্যাসেল-২ নীতিমালার আলোকে মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স (“Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (RBCA)” এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ন্যূনতম আবশ্যক মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ নির্ণয়ে ঋণ ঝুঁকির জন্য Standardized Approach, বাজার ঝুঁকির জন্য Standardized Measurement Method এবং পরিচালন ঝুঁকির জন্য Basic Indicator Approach অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। Standardized Approach অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের ঋণ ঝুঁকির বিপরীতে ঝুঁকি ভারিত সম্পদ নিরূপণের জন্য যোগ্যতা যাচাইপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে ৭টি External Credit Assessment Institute নির্বাচনপূর্বক তাদের বিভিন্ন ক্রেডিট রেটিং-এর বিপরীতে ঝুঁকি ভর (Risk Weight) ম্যাপিং করা হয়েছে। এছাড়া নিকট ভবিষ্যতে বাসেল-৩ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক Hybrid মূলধন উপাদান হিসাবে Subordinated Debt ইস্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ইতোমধ্যে ১১টি ব্যাংককে Subordinated Debt ইস্যুর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ০৯ (নয়) টি ব্যাংক Subordinated Debt ইস্যুর কাজ সম্পন্ন করেছে।
- ব্যাংকের মার্চেন্ট ব্যাংকিং, সিকিউরিটি ব্রোকারেজ সহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মূলধন পর্যাপ্ততা হিসাবায়নের লক্ষ্যে ন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Consolidated/Solo ভিত্তিতে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পাশাপাশি Solo ভিত্তিতে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানে মূলধনী বিনিয়োগের সম্পূর্ণ অংশ ব্যাংকের টিয়ার-১ মূলধন হতে ৫০ শতাংশ এবং টিয়ার-২ মূলধন হতে ৫০ শতাংশ হারে বাদ দিয়ে হিসাবায়নে ব্যাংকের ব্যালেন্সশীটের সম্পদ অংশে প্রদর্শিত উক্ত বিনিয়োগের সম্পূর্ণ অংশ বাদ দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।
- ব্যাংকসমূহের সুপারভাইজরী রিভিউ প্রসেস মূল্যায়নের লক্ষ্যে Guidelines on Supervisory Review Evaluation Process (SREP) ইস্যু করা হয়েছে। ব্যাসেল-২ এর ২য় পিলারের নীতিমালার আলোকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মূলধন সংরক্ষণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনপূর্বক প্রত্যেক ব্যাংক Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) নামে নিজস্ব সুপারভাইজরী রিভিউ প্রসেস ডকুমেন্ট প্রণয়ন করবে ও সামগ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সংযোগ রেখে পর্যাপ্ত মূলধন নিরূপণ ও সংরক্ষণ করবে।
- বাজার শৃঙ্খলার উদ্দেশ্য ব্যাংকসমূহের স্টেকহোল্ডারদের নিকট মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বাৎসরিক ভিত্তিতে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে আরো স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে একটি Formal Disclosure Framework-এর আওতায় নির্ধারিত তথ্যসমূহ পরিচালক পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রকাশ করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- ব্যাংকিং খাতে সামগ্রিকভাবে ট্রেজারি বিল ও বন্ডের ধারণ সুষমভাবে বিন্যস্ত করার লক্ষ্যে নিলাম পঞ্জিকা অনুসারে ইস্যুতব্য ট্রেজারি বিল/বন্ডের ঘোষিত পরিমাণ (Notified amount)-এর শতকরা ৬০ ভাগ প্রাইমারি ডিলার ব্যাংক এবং অবশিষ্ট ৪০ ভাগ ২৫টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে বন্টিত হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রাইমারি ডিলার ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য ব্যাংক এ পদ্ধতিতে ট্রেজারি বিল/বন্ড ক্রয় করলেও তারা প্রাইমারি ডিলার হিসেবে গণ্য হবে না। তবে তারল্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রাইমারি ডিলারদের পাশাপাশি নন-পিডি ব্যাংকগুলোকেও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তারল্য সুবিধা (Assured Liquidity Support) প্রদান করা হবে।
- বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি) এবং ট্রেজারি বিলের দ্বিতীয় স্তর বাজার সম্প্রসারণ, বাজার ভিত্তিক দর উদ্ভাবন এবং ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ সহজতর করার লক্ষ্যে Over The Counter (OTC) Trade-এর পাশাপাশি সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক Trader Work Station (TWS) পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ।
- বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ব্যাংকগুলোর জন্য ফিন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল চালুর ৩টি ধাপের মধ্যে ২টি ধাপ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
- ব্যাংকগুলোর তারল্যের গতিধারার পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনায় নজরদারি আরও জোরদার করার পদক্ষেপ হিসেবে তারল্য পর্যাপ্ততার দুটি নতুন পরিমাপ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ও Net Stable Funding Ratio (NSFR) প্রবর্তন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাময়িক এবং স্বল্পমেয়াদী তারল্য অসুবিধা দূরীকরণের জন্য প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর কল মানি মার্কেটের আদলে Islami Interbank Fund Market (IIFM) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামী বিনিয়োগ বন্ড-২০০৪ এর সংশোধনীর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।
- তফসিলি ব্যাংকগুলোর পল্লী শাখার সংখ্যা হবে নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্ত মোট শাখার ন্যূনতম ৫০ শতাংশ। সকল মেট্রোপলিটন এলাকা /সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভায় স্থাপিত শাখা 'শহর শাখা' এবং এর বাইরে স্থাপিত শাখা 'পল্লী শাখা' হিসেবে গণ্য হবে।
- তফসিলি ব্যাংকসমূহ বিভাগীয় শহরের বাইরে স্থাপিতব্য যে কোন শাখাকে এসএমই/কৃষি শাখা হিসেবে খোলার জন্য আবেদন করত পারবে। এসএমই/কৃষি শাখায় বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যতীত অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে। উক্ত শাখার মাধ্যমে আহরিত তহবিলের ন্যূনতম ৫০ শতাংশ ঐ শাখায় এসএমই/কৃষি খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। এসএমই/কৃষি শাখায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা (Solar Energy System) স্থাপন করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য দেশের সকল ব্যাংক শাখায় জরুরী ভিত্তিতে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে যথাশীঘ্র Core Banking Solution (CBS) এবং আন্তঃশাখা সংযোগ নেটওয়ার্ক (Inter-branch Connectivity Network) স্থাপন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দেশে কার্যরত ৪৮টি ব্যাংকের মধ্যে ৩৭টি ব্যাংক পুরোপুরি অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করেছে, ৪টি ব্যাংক আংশিক (সীমিত সংখ্যক শাখায়) অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। ৬ টি ব্যাংকে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর পর্যায়ে রয়েছে।
- দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস প্রতিষ্ঠা করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৭ অক্টোবর ২০১০ তারিখে চেক ইমেজিং এন্ড ট্রানকেশন সিস্টেম (Cheque Imaging and Truncation System- CITS) প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিষ্টেম (BACPS) এর Live Operation শুরু হয়েছে।

- উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন ব্যাংকিং-এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে দেশব্যাপী স্থাপিত Union Information and Services Center (UISC)-গুলোতে মোবাইল ভিত্তিক আর্থিক ও ব্যাংকিং সেবা ইতোমধ্যে প্রদান করা হচ্ছে যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী যারা ব্যাংকের গ্রাহক নয় তাদের কাছে সীমিত আকারে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দিচ্ছে।
- ই-কমার্স কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে Online Utility Bill Payment, একই ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে Online Funds Transfer এবং Credit Card based Internet Payment চালু করার জন্য ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সম্বলিত পরিপত্র জারী করা হয়েছে।
- বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তকরণের (Financial Inclusion) লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোতে মার্চ ২১, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১০/- টাকায় কৃষকের ৯৬,০৪,১৮৭টি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় ভাতাভোগীদের ২৬,৪৫,১৯৫টি, মুক্তিযোদ্ধাদের ১,০৯,৯০৩টি, ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতাদের ৮,৬৩৪টি, অতি-দরিদ্র মহিলা, শ্রমিক, আইলা দূর্গতদের ৭,৬৭,৮৪৪টি হিসাব খোলা হয়েছে। অর্থাৎ, মার্চ ২১, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১০/- টাকায় মোট ১,৩১,৩৫,৭৬৩টি ব্যংক হিসাব খোলা হয়েছে।

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধঃ

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবসহা আমত্মর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রণীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছে। মূলতঃ মানিলন্ডারিং-এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ প্রণীত হয়েছে। এছাড়াও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে National Strategy for Preventing Money Laundering and Combating Financing of Terrorism, 2011-2013 প্রস্তুত করা হয়েছে। সন্ত্রাসী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহকে প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন (UNSCR) bs-1267 and 1373-এর বাস্তবায়ন করাসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বৈশ্বিক সংসহা Financial Action Task Force (FATF) Gi Special Recommendation (SR III) এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য কর্ম-কৌশল প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-কে আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে উক্ত ইউনিটের সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংসহার অন-লাইন কানেকটিভিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া, Cross Border Declaration ব্যবস্থায় Mail and Cargo অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বিএফআইইউ-কে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক তথ্য সরবরাহকরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম

দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসাবে অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে ৮ জুন, ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইনের খসড়া, বিধি ও প্রবিধানমালা প্রনয়ন করে থাকে এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিষয়সমূহের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে।

প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন/সংশোধন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ সংশোধন, পুঁজিবাজারের বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ন্ত্রনের জন্য Securities and Exchange Ordinance,1969 সংশোধন, স্টক এক্সচেঞ্জের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের নিমিত্ত এর মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা পৃথক করার উদ্দেশ্যে এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন এবং ডেট সিকিউরিটিজের প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর উন্নয়নের জন্য Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 প্রনয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, পুঁজিবাজারে মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর উন্নয়নের লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এবং বুক-বিল্ডিং পদ্ধতির আরো সংস্কারপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস, ২০০৬ সংশোধন করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সংস্কার কার্যক্রম

সরকার এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর বিভিন্ন বাজার সহায়ক কার্যক্রম এর পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির জন্য সার্ভেইল্যান্স সফটওয়ার স্থাপন ও বাজার তদারকি জোরদার করাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশন নিম্নেবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছেঃ

- ক্ষতিগ্রসহ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষনা।
- পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল অমনিবাস হিসাবকে গ্রাহকের পৃথক বিও হিসাবে রূপান্তর ।
- কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইড লাইন যুগোপযোগী করে সংশোধন ।
- স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন (provision) সংরক্ষণ।
- দীর্ঘ মেয়াদি মার্জিন ঋণের সীমা নির্ধারণ।
- কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা পরিচালকগণ সম্মিলিতভাবে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ৩০% এবং কোন পরিচালক কর্তৃক পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ২% শেয়ার ধারণ করার বিধান প্রবর্তন ।
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জের ইনডেক্স এর অসংগতি দূরীকরণ ও নতুন ইনডেক্স প্রবর্তন ।
- ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ এ চালু বিও হিসাবের সংখ্যা প্রায় ২৬.০৬ লক্ষ এবং ৩০৪টি কোম্পানি ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে, যাদের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন মোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের প্রায় ৯৯%। ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশেনের ফলে সিকিউরিটিজ এর লেনদেন নিষ্পত্তির সময় সীমা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং জাল শেয়ারের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে যা বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন
- প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর মূলধন বৃদ্ধির জন্য নতুন বিধান প্রণয়ন
- মার্চেন্ট ব্যাংক এর কার্যকমে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়ন করার জন্য মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার বিধিমালায় সংশোধন ও পরিমার্জন
- স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানীর শেয়ারের ফেস ভ্যালু ১০.০০ টাকা নির্ধারন
- অধিকতর বাস্তব সম্মত ও যুগোপযুগি করণের জন্য রাইট ইস্যু সংক্রান্ত আইনের সংশোধন ও পরিমার্জন
- পুঁজিবাজারের বিষয়ে তাত্তিবক ও প্রায়োগিক জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) সহাপন
- পুঁজিবাজারের জন্য ১০ বছরের মাস্টার প্লান প্রণয়ন ।

এছাড়াও পুজিঁবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নিম্নোক্তগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ক) Securities and Exchange Rules, 1987 এ বিশেষ অডিট এর বিধান অন্তর্ভূক্ত করে সংশোধন;

খ) পুজিঁবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে Special Tribunal গঠন;

গ) সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন নিস্পত্তির জন্য পৃথক ক্লিয়ারিং এন্ড সেটেলমেন্ট কোম্পানি গঠন;

ঘ) গুজব নির্ভর শেয়ার বাজারের পরিবর্তে একটি পূর্ণসচেতন মূলধন বাজার তৈরির লক্ষ্যে Investment Advisory Service উন্মুক্তকরণ;

ঙ) বিনিয়োগকারী, পেশাজীবী বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকগণ যেন সহজে তথ্য পেতে পারেন সেজন্য Equity Research Publications উন্মুক্তকরণ।

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১১ সালের জুন মাসের ৪৯০টি থেকে বেড়ে ২০১২ সালের ডিসেম্বর **৩১** তারিখে **৫১১** টিতে দাঁড়ায়। ৩০ শে জুন ২০১২ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩৩৬২.৯৬ কোটি টাকা, যা ৩০ শে জুন ২০১১ এর ৮০৬৮৩.৯০ কোটি টাকার তুলনায় ১৫.৭১% বেশি। ৩০শে জুন ২০১১ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,৮৫,৩৮৯.২২ কোটি টাকা, যা ১২.৬৯% হ্রাস পেয়ে ৩০ শে জুন ২০১২ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২,৪৯,১৬১.২৯ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ২০১১ সালের জুন শেষে ছিল ৫০৯৩.১৯ যা জুন ৩০, ২০১২ এ ২৩.৮৭ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩৮৭৭.৬৪। জুন-ডিসেম্বর, ২০১২ সময়ে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩৩৬২.৯৬ কোটি টাকা থেকে ৯৪৯৮৭.৫৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যা পূর্বের তুলনায় ১.৭৪% বেশি। অন্যদিকে বাজার মূলধন ২,৪৯,১৬১.২৯ কোটি টাকা থেকে ২,৪০,৩৫৫.৫৬ কোটি টাকায় নেমে আসে যা পূর্বের তুলনায় ৩.৫৩% কম।

সারণি ৫.৭: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সার্বিক/সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক
২০০৫	২৮৬	২২	৭,০৩১.৩	২২,৮২৯.০	৬,৪৮৩.৬	১,২৭৫.১
২০০৬	৩১০	১২	১১,৮৪৩.৭	৩১,৫৪৪.৬	৬,৫০৬.৯	১,৩২১.৪
২০০৭	৩৫০	১৪	২১,৪৪৭.০	৭৪,২১৯.৬	৩২,২৮২.০	২,৫৩৬.০
২০০৮	৪১২	১২	৩৭,২১৫.৬	১০৪,৩৭৯.৯	৬৬,৭৯৬.৫	২,৩০৯.৪
২০০৯	৪১৫	১৮	৫২,২০৯.৯	১৯০,৩২২.৮	১৪৭,৫৩০.১	৩,৭৪৭.৫
২০১০	৪৪৫	১৮	৬৬,৪৩৪.০	৩৫০,৮০০.৬	৪০০,৯৯১.৩	৬,৮৭৭.৭
২০১১	৪৯০	৭	৮০,৯৩৬.৭	২৮৫,৩৮৯.২	৯০,২৪৮.৩	৫,০৯৩.২
জুন'২০১২	৫১১	১৬	৯৩,৩৬২.৯৬	২৪৯,১৬১.২৯	১১৭,১৪৫.১৪	৪,৫৭২.৮৮
এপ্রিল'১৩	৫২২	১০	৯৬,৬৪৮.৫৩	২১৬,৬৫৭.৭৩	৬৬,৪৭০.৭৬	৩,৬১৮.৪৯

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

নোট: ৯ ডিসেম্বর,২০০৩ হতে ভারিত গড় *(weighted average)* সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে *(Z*-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ডিসএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০। মার্চ ২৮, ২০০৫ হতে সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক পুন:প্রবর্তন হয়।

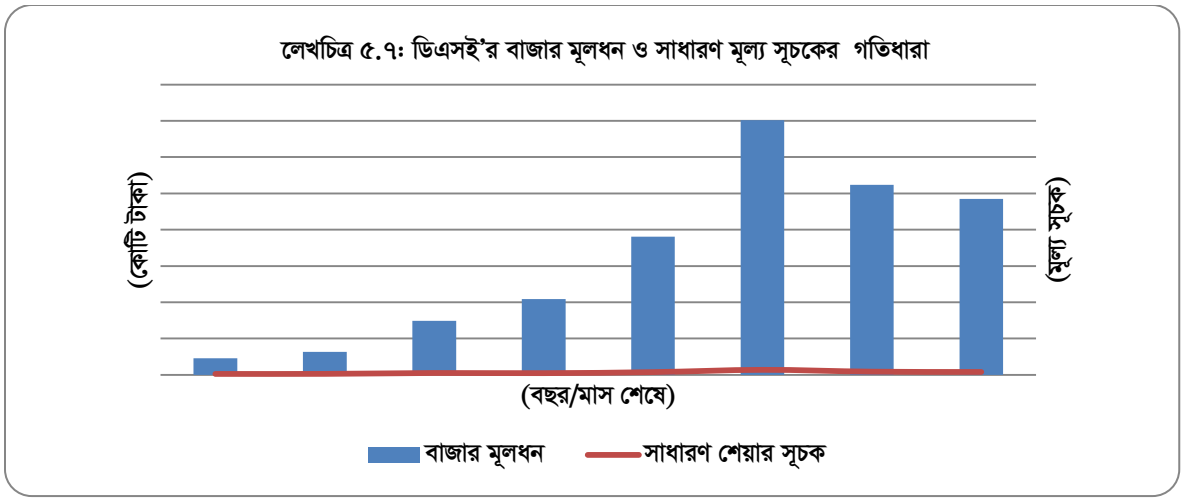

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ২০১১-এ ২৩৮ থেকে বেড়ে ডিসেম্বর ২০১২ এ ২৫৫ টিতে দাঁড়িয়েছে। এ এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ জুন ২০১১ শেষে ৩০,১৫৫.৩ কোটি টাকা থেকে ৯.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১২ শেষে ৩৭৫২৭.৪৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সিএসই'র সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ জুন ২০১১ এর ২২৫৯৭৭.৮ কোটি টাকা থেকে ১৬.৮৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন ২০১২-এ দাঁড়িয়েছে মোট ১৮৭৮১৭.১৪ কোটি টাকায়।

সারণি ৫.৮: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সার্বিক/সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক
২০০৫	২১০	১৬	৫,৫৫১.৯	২১,৯৯৪.৩	১,৪০৪.৩	৩,৩৭৮.৭
২০০৬	২১৩	৬	৬,৯৩৭.৯	২৭,০৫১.১	১,৫৮৯.৩	৩,৭২৪.৪
২০০৭	২২৭	১৩	৮,৯১৭.৪	৬১,২৫৮.০	৫,২৫৯.০	৭,৬৫৭.১
২০০৮	২৩৮	১২	১২,১৬০.৩	৮০,৭৬৮.৪	৯,৯৮০.৪	৮,৬৯২.৮
২০০৯	২১৭	১৮	১৫,৫১২.৫	১৪৭,০৮০.৭	১৬,২৫৬.৩	১৩,১৮১.৪
২০১০	২৩২	১৮	২০,১১১.৫৬	২৫৩,৪৩৯.৩	২১,৫২০.৪	১৮১১৬.১
২০১১	২৪১	৬	৩২,২১২.৯	১৯৭,২৪২.৩	১৮,৬৩৩.৭	১৪,৮৮০.৪
২০১১	২৩৮	৭	৩০,১৫৫.৩	২২৫,৯৭৭.৮	১১,০৩৯.৮	১৭,০৫৯.৫
জুন,১২	২৫১	৬	৩৭,৫২৭.৪৯	১৮৭,৮১৭.১৪	১,৯৫৯.৫	১৩,৭৩৬.৪

উৎসঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

নোট: ৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ হতে ভারিত গড় (weighted average) সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।

সিএসইর সকল শেয়ার মূল্যসূচক জুন ২০১১ শেষে ছিল ১৭,০৫৯.৫, জুন ২০১২ শেষে ১৯.৪৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩,৭৩৬.৪-এ। লেখচিত্র ৫.৮-এ ২০০৫ সাল থেকে সিএসইর বাজার মূলধন এবং সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচকের গতিধারা দেখানো হলো।

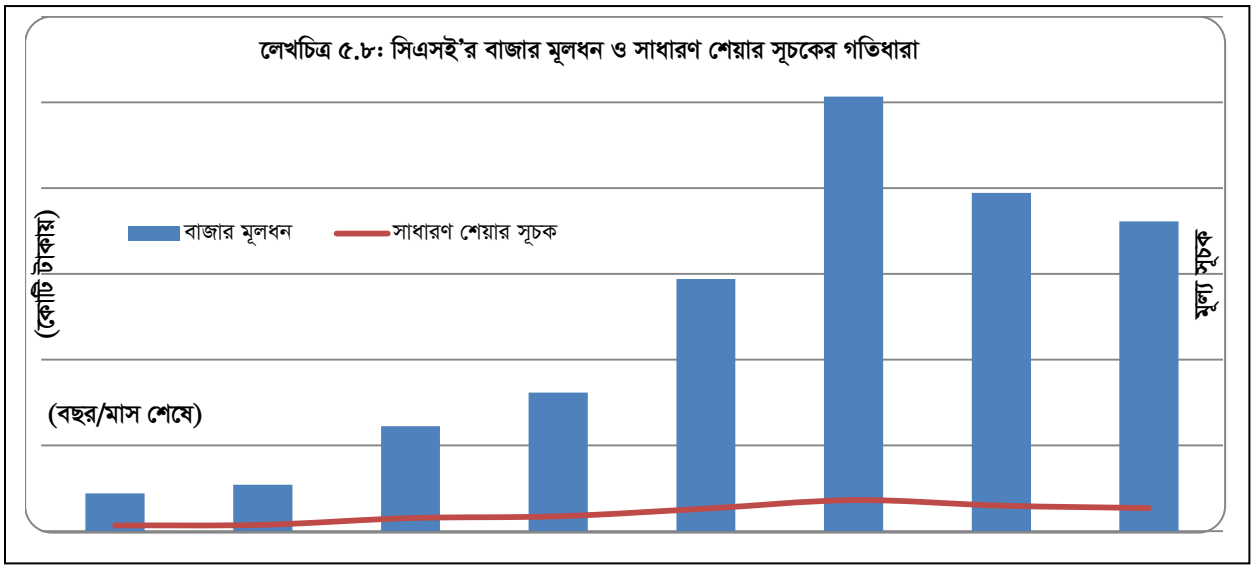
লেখচিত্র ৫.৮: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সাধারণ শেয়ার সূচকের গতিধারা
বাজার মূলধন
সাধারণ শেয়ার সূচক
(কোটি টাকায়)
মূল্য সূচক
(বছর/মাস শেষে)